ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৬৪৭
আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর,২০১৯

## পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন
## ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মজবুত বলেই আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা সুদৃঢ় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় দেশের সংবিধানের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বিচার ব্যবস্থা। বিচার ব্যবস্থায় কেউ যেন প্রভাব বিস্তার না করতে পারে রাজ্য সরকার সেই দিশাতে কাজ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। আজ আগরতলায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, আমাদের ভারতবর্ষে প্রত্যেকটির মানুষের স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে। তাই ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মজবুত বলেই আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা সুদৃঢ় রয়েছে। রাজ্য সরকারও রাজ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার দিশাতেই কাজ করছে। রাজ্যের বিচার ব্যবস্থায় ৩১ শতাংশ মহিলা জুডিশিয়াল অফিসার রয়েছেন জেনে মুখ্যমন্ত্রী সন্তোষ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, মহিলাদের সেবামূলক মনোভাবের জন্য আরও বেশি সংখ্যায় বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র পরিকাঠামোর উন্নয়ন সুষ্ঠ বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে না। কখনো কখনো দৃঢ় আত্মবিশ্বাসও আমাদের মধ্যে সঠিক বিচার ব্যবস্থা দেওয়ার মনোভার গড়ে তুলতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন পদই ছোট নয়। আইনজীবীদের নিজের সবটুকু দিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। রাজ্যের উন্নয়নে নিচুস্তর থেকে উচ্চ পর্যায়ে প্রত্যেকটি ব্যক্তির ভূমিকাই অপরিসীম। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী সবকা সাথ-সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাস ভাবনাকে পাথেয় করে রাজ্য অগ্রসর হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের রাজ্যের আইনজীবীগণ যোগ্য এবং গুণমানসম্পন্ন। তাই আগামীদিনে রাজ্যের আইনজীবীগণ সুনামের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যে গিয়ে কাজ করে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী নর্থ ইষ্ট কাউন্সিল বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরে জানান, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গ রয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পর্যটন সম্ভাবনাকে বিদেশের মানুষের কাছে আরও বেশী আকর্ষনীয় করে তুলতে ভারত সরকার উদ্যোগী হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে ২০২২ সালের মধ্যে পুরোপুরি নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে নর্থ ইষ্ট কাউন্সিলের বৈঠকে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ এবং সীমান্ত সুরক্ষিত থাকলেই

*****২য় পাতায়

শিল্প পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি সেই দিশাতে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজ্যে ১৪ সেপ্টম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর 'সেবা সপ্তাহ' হিসেবে পালন করা হবে। এ উপলক্ষে রাজ্যে রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, বৃক্ষরোপণ, প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়ার সচেতনতামূলক অভিযান ইত্যাদি কর্মসূচি পালনের আয়োজন করা হয়েছে। বিচার ব্যবস্থার সাথে যুক্তদের ও এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় কারোল দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, ত্রিপুরায় বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থায় আইনি শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আইনি শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে রাজ্যে বিচার বিভাগ মিশন নিয়ে কাজ করছে। তিনি গর্ববোধ করে বলেন, রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা সঙ্গে যুক্তরা স্বাধীনভাবে সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্যের মানুষকে ন্যায় পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, গত ১০ মাসে বিভিন্ন জেলা আদালত এবং হাইকোর্টে বেশির ভাগ শূন্যপদ পূরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২১টি জুডিশিয়্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে গত ১০ মাসে। নারীদের সাথে সম্পর্কিত পকসো মামলার ব্যবস্থার জন্য আগরতলায় পৃথক একটি কোর্ট গঠন করা হয়েছে। ত্রিপুরার বিচার সংক্রান্ত ইতিহাস বিজরিত চিত্র তুলে ধরার জন্য একটি মিউজিয়াম খোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি সুভাশিষ তলাপাত্র, এডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক, ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুজিত কুমার ব্যানার্জী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারপতি এস দত্ত পুরকায়স্থ। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সিভিল জজ, সিনিয়র ডিভিশন মৌ ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ অভয়নগর অনাথ আশ্রমের শিশুদের হাতে বই এবং উপহার তুলে দেন। উল্লেখ্য, অনাথ আশ্রমের শিশুদের এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

******